দৈনিক বাংলা

তারিখ 28 OCT 1991
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

175

ক্যাম্পাসে ছাত্র হত্যার ঘটনা নিয়ে সংসদে তুমুল বিতর্ক

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দু'দল ছাত্রের মধ্যে গোলাগুলি ও ছাত্র হত্যার ঘটনা নিয়ে জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে তুমুল বিতর্ক হয়। তবে এ বিতর্কের সময় সংসদের আবহাওয়া ছিল মোটামুটি নিরুত্তাপ।

বিরোধীদলীয় সদস্যরা গতকালের

শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

সংসদে তুমুল বিতর্ক

(প্রথম পৃঃ পর)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত মর্মান্তিক ঘটনাসহ সারাদেশে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি এবং সন্ত্রাসী ঘটনাবলীর উল্লেখ করে সন্ত্রাস দমনে সরকারের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ আনেন এবং বলেন যে এই ব্যর্থতার জন্য ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারকে জবাবদিহি করতে হবে।

সংসদ উপনেতাসহ সরকারী দলের নেতৃবৃন্দ বিরোধীদলের সমালোচনার জবাবে বলেন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধের দায়িত্ব সবাইকে নিতে হবে। সন্ত্রাস বন্ধের ব্যাপারে সরকারের পূর্ণ আন্তরিকতা রয়েছে। সন্ত্রাস দমনে সরকার যে কোন শক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে বদ্ধপরিকর।

গতকাল সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন জামায়াতে ইসলামীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

মাওলানা নিজামী গতকালের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ঘটনাবলীর উল্লেখ করে এ সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিংবা শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতি দাবী করেন। এ সময় সংসদ নেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে উপস্থিত ছিলেন না। তবে শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির-উদ্দিন সরকার উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি গতকালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাবলী সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ঘটনার প্রতিবাদ ও নিন্দা করে সংসদে বক্তব্য রাখেন সংসদ উপনেতা অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী, আইন ও বিচারমন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ, শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার, বিরোধীদলের উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ, জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, আওয়ামী লীগের সালাহ-উদ্দিন ইউসুফ, সুধাংশু শেখর হালদার, তোফায়েল আহমেদ, আসাদুজ্জামান, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, গণতন্ত্রী পার্টির সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও এনডিপি'র সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী।

সরকারী দলের নেতৃবৃন্দসহ বক্তাদের কেউ গতকালের মর্মান্তিক ঘটনায় হতাহতদের সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য উল্লেখ করেননি।

বিরোধীদলীয় সদস্যদের বক্তব্যের পর সংসদ উপনেতা অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন যে শিক্ষমন্ত্রী

হিসাবে ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার সংসদকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাবলী অবহিত করবেন।

সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুপস্থিতি সম্পর্কে বিরোধীদলীয় সদস্যদের সমালোচনার জবাবে তিনি বলেন যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদ অধিবেশনে উপস্থিত না থেকে জায়গামত অবস্থানে থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমন সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির কার্যকারিতার ব্যাপারেবিরোধী দলীয় সদস্যদের সংশয়-সন্দেহ নাকচ করে তিনি বলেন যে সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৮টায় এই কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। তিনি আরো বলেন যে সবাই আন্তরিক হলে সন্ত্রাস দমন সম্ভব হবে।

শিক্ষমন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার তার বিবৃতিতে বলেন যে গতকাল বিকালে ডাকসু অফিসে ছাত্রদলের সদস্যদের উপর বিপক্ষ ছাত্র সংগঠনের সদস্যারা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। এতে ছাত্রদলের ছাত্র নিহত হয়। এ ঘটনা ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কোন ঘটনা নয়। বিপক্ষ দলের ছাত্ররা শান্তি নষ্ট করার জন্য এটা করেছে। তিনি বলেন, হতাহতদের সঠিক সংখ্যা এখনো জানতে পারিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছেন। তিনি এখন ব্যস্ত আছেন। কতজন মারা গেছে, কারা মেরেছে, শান্তি নষ্ট করার জন্য কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার পূর্ণ বিবরণদেবেন।

বিরোধীদলের উপনেতা জনাব আবদুস সামাদ আজাদ শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেন, তার কাছ থেকে শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে নিরপেক্ষ বক্তব্য আশা করেছিলাম। ছাত্রদলের বক্তব্য দেয়া শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব নয়। কোন তথ্য তিনি জানেন না। এ ব্যাপারে সরকার কি করতে চান তা জানতে চাই।